মহাপরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), বিএআরআই, গাজীপুর

ড. আবুল কালাম আযাদ, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
(মেয়াদকালঃ ১১ জানুয়ারী, ২০১৭- হ'তে ২৯ জানুয়ারী, ২০২০)

বিশিষ্ট উদ্যাতত্ত্ববিদ এবং স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানী **ড. আবুল কালাম আযাদ,** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর **মহাপরিচালক** হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় জারিকৃত আদেশ বলে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে **১১ জানুয়ারী ২০১৭** দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উক্ত পদে তিনি **২৯ জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত তিন বছরের** অধিক সময় দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া প্রায় একই সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় জারিকৃত অন্য আরেক আদেশবলে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৭ জানুয়ারী ২০১৮ হ'তে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় আট মাস **বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর** এর **ফাউন্ডার মহাপরিচালক** হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ড. আবুল কালাম আযাদ, **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান** হিসাবে দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন (জানুয়ারী ২০১৫-জানুয়ারী ২০১৭)। ইতোপূর্বে তিনি সদস্য- পরিচালক, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্য বিভাগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা এ কর্মরত ছিলেন। ড. আবুল কালাম আযাদ, ১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর তৎকালীন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ফল শাখায় **বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা** হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তার **কর্মজীবন আরম্ভ** করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায় তিন বছর বিএআরআই এর সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেটে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ষ্টেশন ইনচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়াও **ড. আবুল কালাম আযাদ চার বছরের অধিক সময় সার্ক কৃষি কেন্দ্রের (SAC) পরিচালক (সংস্থা প্রধান) এর দায়িত্ব পালন করেন (মার্চ ২০১১- মার্চ ২০১৫)।** সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC) সার্কের একটি সফল প্রতিষ্ঠান।

উপরোক্ত পদসমূহে দায়িত্ব পালনকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের রিফর্মসহ প্রশাসনিক, আর্থিক, গবেষণা ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় পর্যায়ে নার্সভুক্ত প্রতি্ষ্ঠানের গবেষণা কো-অর্ডিনেশন ও মনিটরিং, প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, জাতীয় পর্যায়ে কৃষি পলিসী প্রণয়নে কারিগরী সাপোর্ট প্রদানসহ জাতীয় ও আঞ্চলিক (সার্ক) পর্যায়ে ড. আবুল কালাম আযাদ অত্যন্ত গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার সময়কালেই বিএআরআই হ'তে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান **বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা** লাভ করে (২২ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি.)। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে **গোপালগঞ্জে বিএআরআই'র একটি উপ-কেন্দ্র** ও প্রধান

কার্যালয়ে একটি **অত্যাধুনিক প্লান্ট প্যাথলজী ল্যাবরেটরী** স্থাপিত হয়েছে যা পরবর্তীতে এক্রিডেশন পেয়েছে। প্রাথমিক কর্মজীবনে তিনি ফল ফসলের উপর নানামুখী গবেষণা কাজ পরিচালনা করেছেন এবং জাত উন্নয়ন ও প্লান্ট টিস্যুকালচার, ফলের অংগজবংশবৃদ্ধিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উদ্যানত্ত্ববিদ হিসাবে বর্তমানে মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত **"নার্সারী গাইডলাইন ২০০৭" এর খসড়া** তার হাতেই প্রণীত। মহাপরিচালক হিসাবে তাঁর সময়কালে ২০১৭-২০১৯ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিএআরআই হ'তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি বিজ্ঞানীকে বৃত্তিসহ পিএইচডি ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেছেন। কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার নেতৃত্বে বিএআরআই থেকে **"কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ের ৭, ৮ ও ৯ম সংস্করণ"** প্রকাশিত হয়েছে যা এখনও মাঠ পর্যায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত। বিএআরসিতে কর্মকালীন সময়ে **ড. আবুল কালাম আযাদ জাতীয়, আঞ্চলিক (সার্ক) ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি** জানুয়ারী ২০১৫ হ'তে জানুয়ারী ২০১৭ মেয়াদে **পিটাকের** (PTAC-Pesticides Technical Advisory Committee) **সভাপতির** দায়িত্ব পালন কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ড. আবুল কালাম আযাদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে পদাধিকারবলে কেজিএফ বোর্ডেরও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় কৃষি মন্ত্রনালের দিকনির্দেশনায় বিএআরআইকে সাথে নিয়ে কেজিএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সমুদ্র শৈবাল (Sea weed) চাষের গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ড. আযাদ সামনে থেকে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতার বিএআরআই থেকে পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি সমুদ্র শৈবাল জাত চাষের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে। এটি কেজিএফ এর একটি অন্যতম সফল প্রজেক্ট। **জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে এবং তিনি ২০১৯ সালে কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে শ্রেষ্ঠ মহাপরিচালক হিসাবে "শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯"** লাভ করেন।

দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নাল, সাময়িকি, বই, প্রসিডিং, ম্যানুয়ালে **ড. আবুল কালাম আযাদ এর ৫০টির অধিক নিবন্ধ** প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন। তাছাড়া তার নেতৃত্বে সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC) থেকে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে যা সার্কভুক্ত দেশসমূহে এখনও বিশেষভাবে সমাদৃত। কর্মজীবনে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে, কর্মশালায় ও ভিজিটে অংশ গ্রহনের জন্য তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, নরওয়, ডেনমার্ক, জার্মানী, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ সফর করেন। তাছাড়া সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে সার্কভুক্ত প্রায় সবগুলো দেশ সফর করেন ও তার নেতৃত্বে এক্সপার্ট কন্সালটেশন, কর্মশালা, সেমিনার, প্রকল্পবাস্তবায়নসহ সার্কের নানামুখী কার্যক্রমের সফল আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাঁর সময়ে সার্ক কৃষি কেন্দ্রের প্রকল্প বাস্তবায়নসহ আঞ্চলিক কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে এবং একটি ভাইব্রেন্ট সংস্থা হিসাবে সার্ক অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেছে। ড. আবুল কালাম আযাদ এর সময়ে সার্কের প্রতিষ্ঠাসমূহের রিফর্মের অংশ হিসাবে কঠোর মূল্যায়নের ফলে বিভিন্ন দেশে সার্কের অন্যান্য কেন্দ্র সমূহ মার্জ বা বন্ধ হয়ে গেলেও সার্ক কৃষি কেন্দ্রের গঠনমূলক ও উল্লেখযোগ্য অর্জনের ও অবদানের জন্য কোন ধরনের প্রতিকূলতায় সম্মুখিন হ'তে হয় নি।

ড. আবুল কালাম আযাদ পদাধিকারবলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের **এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (ইসি) সভাপতি** ও সদস্য; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের **গভার্নিংবডি (জিবি) সদস্য**; কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের **বোর্ড সভাপতি** ও সদস্য; বিএডিসি, ঢাকা ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসটিটিউট (ব্রি) গাজীপুরের বোর্ড সদস্য ছিলেন। **ড. আবুল কালাম আযাদ পদাধিকারবলে তিন বছর** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসটিটিউট, গাজীপুরের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি স্বনামধন্য জাতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেমন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, **সিন্ডিকেট মেম্বার** হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া, চাকরী জীবনের শেষ প্রান্তে কিছু সময়ের জন্য তিনি Dhaka University of Engineering & Technology (DUET), Gazipur এর সিন্ডিকেট মেম্বারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি **পরপর দুই মেয়াদে (২০১৫-১৬ ও ২০১৭-২০১৮) বাংলাদেশ** উদ্যানবিজ্ঞান সমিতির **কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি** ছিলেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকিলচার (বাগ) এর **আজীবন ফেলো**; কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (কেআইবি) ও বাংলাদেশ উদ্যানবিজ্ঞান সমিতির **আজীবন সদস্য**।

শিক্ষা জীবনে ড. আবুল কালাম আযাদ **যুক্তরাজ্যের সাউথাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়** থেকে সফলতার সাথে **১৯৯৯** সালে **পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন**। এজন্য তিনি কাঁঠালের জেনেটিক ডাইভার্সিটি ও বংশ বিস্তার বিষয়ে গবেষণা করেন ও থিসিস রচনা করেন। ড. আবুল কালাম আযাদ **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ** থেকে উদ্যানতত্ত্ব বিষয়ে এম.এসসি.এজি (উদ্যানতত্ত্ব) এবং কৃষি বিজ্ঞানে বি.এসসি.এজি (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে তিনি যথাক্রমে **ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর ও নটরডেম কলেজ, ঢাকায়** বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। পোড়াবাড়ী প্রাইমারী স্কুল, গাজীপুরে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। ড. আবুল কালাম আযাদ এর পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা লাল মোহাম্মদ মহোদয়ের কাছে তার নিজ গৃহে **শিক্ষার হাতে খড়ি** এবং তাঁর পিতার কাছেই তিনি বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ২ সন্তানের জনক এই কৃতি কৃষি বিজ্ঞানী **১৯৬১** সালের **৩১** জানুয়ারী **গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার পোড়াবাড়ী গ্রামে** এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ড. আবুল কালাম আযাদের স্ত্রী মিসেস জাকিয়া সুলতানা একজন সুযোগ্য গৃহিনী ও বুটিক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত, কন্যা ডাঃ তাসমিয়া তারান্নুম (প্রিয়তি) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জনের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মুগদা সরকারী হাসপাতাল ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে এফসিপিএস প্রশিক্ষণরত এবং প্রকৌশলী আব ইয়াদ আল-আযাদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (বুয়েট) থেকে সিভিল ইন্জিনিয়ারিং পাশ করে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ড. আযাদের পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা লাল মোহাম্মদ ইসলামধর্ম বিষয়ে একজন বিজ্ঞ আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রগতিশীল ধারার রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠক ও একজন সমাজসেবক ছিলেন এবং মাতা মরহুমা রওশন আরা বেগম গর্বীত পাঁচ সন্তানের জননী ছিলেন। বাবা-মায়ের সংসারে পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে ড. আবুল কালাম আযাদ **সর্বকনিষ্ঠ**।